আমার একটি স্বপ্ন আছে

٢
١
٣

আমার একটি স্বপ্ন আছে

মূল	:	ড. মাশআল ফালাহি
অনুবাদ	:	আবু তালহা সাজিদ
সম্পাদনা	:	মাহমুদুল্লাহ মুহিব
বানান সমন্বয়	:	মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ, মুহিব্বুল্লাহ মামুন
পৃষ্ঠাসজ্জা	:	উজ্জ্বল আহমেদ
প্রচ্ছদ	:	আখতারুজ্জামান
প্রকাশনায়	:	মাকতাবাতুল হাসান

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক/সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।

আমার একটি স্বপ্ন আছে

এই বইটি এমন এক চিন্তার নাম, যা পৃথিবীতে আপনার স্বপ্নকে নতুন করে জাগিয়ে তুলবে।

মানুষ যখন মাতৃগর্ভ থেকে চিৎকার করে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার প্রকৃত জন্ম হয় না। মানুষের প্রকৃত জন্ম হয় তখন, যখন সে তার স্বপ্নকে চিনতে পারে।

“

জনৈক বুজুর্গ ইমাম মালেক রহ.-এর কাছে একবার চিঠি লিখলেন। চিঠিতে সেই বুজুর্গ ইমাম মালেক রহ.-এর ইলমচর্চায় ব্যস্ত থাকার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করে তাকে ইবাদতে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানালেন। ইমাম মালেক রহ. চিঠির উত্তরে লিখলেন, আল্লাহ যেমন রিজিক বণ্টন করে দিয়েছেন, তেমন আমলও বণ্টন করে দিয়েছেন। অনেক বান্দা এমন রয়েছেন, যাদের নামাজ পড়ার বেশি তাওফিক হয়, কিন্তু রোজা রাখার তেমন তাওফিক হয় না। ইলমের প্রচার-প্রসার হলো অন্যতম উত্তম আমল। আমার যে আমলের তাওফিক হয়েছে, আমি তা নিয়ে সন্তুষ্ট আছি। আমি মনে করি না যে, আপনি যে আমল নিয়ে ব্যস্ত আছেন, আমি তার চেয়ে নিম্নমানের কোনো আমল নিয়ে ব্যস্ত আছি। আমি আশা করি, আমরা উভয়েই কল্যাণের ওপর রয়েছি।

শুরুর কথা

ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে এক মনোরম সমাবেশে আমাদের পিতা আদম আ.-কে সম্মানে ভূষিত করার মুহূর্তটি ছিল বিস্ময়কর ও মূল্যবান।

> (স্মরণ করো ওই সময়কে) যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে (আমার) এক প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।
>
> [সুরা বাকারা, ৩০]

আর কোনো মুহূর্ত তখনই মূল্যবান হয়, যখন ওই মুহূর্তে মূল্যবান কোনো কিছু ঘটে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তার মাঝে অনেক যোগ্যতা, সম্ভাবনা ও সুপ্ত শক্তি রেখেছেন, যার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবী আবাদ করার যোগ্য হয়েছে, যোগ্য হয়েছে পৃথিবীতে (আল্লাহর) মহান প্রতিনিধিত্ব বাস্তবায়নের। আদম আ.-কে জান্নাত থেকে ধূলির ধরায় নামিয়ে দেওয়ার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষকে পেয়ে পৃথিবী হয়েছে সুন্দর ও পরিপূর্ণ, তার ছোঁয়া পেয়ে হয়েছে আনন্দিত, এখনো তাই আছে। যে-কেউ চারপাশে ভালোভাবে তাকালে এর অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে।

আদম আ.-কে মাটির স্তূপে পরিণত করার পূর্বেই আল্লাহ তাআলার নির্বাচন, সৃষ্টি, উদ্ভাবন এবং তাঁর (সৃষ্ট) প্রাণ সঞ্চারিত করার যেসব আলোচনা পবিত্র কুরআনে রয়েছে, সেই আলোচনাগুলো কতই-না আনন্দদায়ক।

> যখন আমি তাকে পূর্ণ আকৃতি দান করব এবং তার মাঝে আমার (সৃষ্ট) প্রাণ সঞ্চারিত করব, তখন তোমরা তার সম্মানে সেজদাবনত হবে।
>
> [সুরা হিজর, ২৯]

মহান আল্লাহ তায়ালাই এ মানুষের জন্য সবকিছুকে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন।

> আসমান ও জমিনে যা-কিছু আছে, তার সবই তিনি তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। [সুরা জাসিয়া, ১৩]

সুতরাং মানুষ পারবে। কত আলসে লোক আলসেমি ঝেড়ে ও সাহস সঞ্চার করে নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের গল্প শুরু করেছেন এবং পৃথিবীর বুকে প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

হয় এমন জীবন করব যাপন, বন্ধু হবে খুশি
নয় এমন মরণ করব বরণ, শত্রু হবে অসুখী।

প্রিয় পাঠক! আশা করি আপনি, আমি; আমরা সবাই সজাগ ও সচেতন সেই ব্যক্তিদের দলে থাকব, ইনশাআল্লাহ!

প্রথমত আমার একটি স্বপ্ন আছে

সে স্বপ্ন কতই-না চমৎকার, যা একজন মানুষকে তার জীবনে বড় কিছু অর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সেই যাত্রা কতই-না আগ্রহের, যে যাত্রায় মানুষ খুঁজে পায় তার আকাঙ্ক্ষা, ব্যয় করে তার শক্তি, সামর্থ্য ও সম্ভাবনা। আজ আপনি যাকে স্বপ্ন ভাবছেন, সেগুলোই আপনার বাস্তবতা, ভবিষ্যতে আপনি সেগুলোর মাঝেই বেঁচে থাকবেন। পক্ষান্তরে যার কোনো স্বপ্ন নেই, মূলত ভবিষ্যতের জন্য তার কোনো লক্ষ্যই নেই।

বর্তমানে আমরা পৃথিবীতে যেসব সফলতা দেখি, সেগুলোও একসময় মানুষের স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন পূরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের চিন্তা-চেতনা ও অনুভব-অনুভূতিতে ছিল সবসময় বিরাজমান। অবশেষে সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের স্বপ্ন পূরণের মাধ্যমে জীবনকে আনন্দময় করে তুলেছে।

আপনারও এমন একটি স্বপ্ন থাকুক, যে স্বপ্ন আপনার চিন্তা-চেতনা ও অনুভব-অনুভূতিকে ভবিষ্যতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে, উদ্বুদ্ধ করবে প্রতীক্ষিত অদেখা ও অজানা গন্তব্যের প্রতি, সফলতা ও বিজয় লাভের মুহূর্তের প্রতি। তাদের মতো হোন, যারা তাদের বাস্তবতায় পৌঁছার ১০ বছর পূর্বেই সে বাস্তবতা দেখতে পায়। অথচ তখনো তারা স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথেই অবস্থান করে। একসময় সেই স্বপ্নই তাদের কাছে বাস্তব হয়ে ধরা দেয়।

সময়ের সংকীর্ণতা, বাস্তবতার বন্দিদশা ও চারপাশের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে চলে আসুন আপনার স্বপ্নের ময়দানে, জীবনের বসন্ত-উদ্যানে।

চারপাশের সব বিরূপ মন্তব্য এড়িয়ে চলুন, চলার পথে আপনাকে প্রভাবিত করে এমন সবকিছু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। এড়িয়ে চলুন ব্যর্থদের সব হতাশার কথা। ছুটে চলুন আপনার বড় থেকে বড় স্বপ্নের পানে।

আমি এখানে এমন কোনো চিন্তার কথা বলছি না, যে চিন্তায় আপনি উপনীত

হতে চান। বরং আমি বলছি এমন স্বপ্নের কথা, যে স্বপ্ন আপনার অনুভবে বেঁচে থাকে, বাস করে আপনার অস্তিত্বে, বিরাজ করে আপনার ভাবনার প্রতিটি মুহূর্তজুড়ে।

স্বপ্ন দেখুন! আপনার স্বপ্ন দিয়ে আমাদের জন্য অনবদ্য এক গল্প রচনা করুন, যে গল্প চর্চা হতে থাকবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। স্বপ্ন দেখুন, যাতে ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে বেঁচে থাকে।

আপনি ভাড়া-বাসায় থাকুন কিংবা দরিদ্র পরিবারে, অথবা বাস করুন শোচনীয় অবস্থায়, তবুও স্বপ্ন দেখুন। স্বপ্ন দেখুন, অচিরেই বসন্ত আসবে। পৃথিবী নতুন করে সবুজ হয়ে উঠবে পত্রপল্লবে।

প্রিয় পাঠক! স্বপ্ন দেখুন, কারণ কোনো (সফল) ব্যবসায়ী সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। মহাজ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তিও এমনভাবে জন্মগ্রহণ করে যে, সে একটি বর্ণমালা পর্যন্ত জানে না।

আপনার ঘরে যান। ঘরের দেয়ালে লাগিয়ে দিন আপনার স্বপ্নের গল্প, লিখে রাখুন স্বপ্নের কথা। ঘরের কোণে ঝুলিয়ে দিন আপনার বড় পরিকল্পনার কথা। শুরু করুন সেই স্বপ্নের পথে আগ্রহ-উদ্দীপনার যাত্রা। চলার পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিংবা স্বপ্ন পূরণে যারা সন্দেহ সৃষ্টি করে, কিংবা সেই প্রত্যাশার পথ যদি দীর্ঘ হয়, তাহলে তাদের সবাইকে বলে দিন, 'আমার একটি স্বপ্ন আছে। এই গভীর অর্থবহ কথার সামনে পথের সব বাধা দূর হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।